২ যীশুই প্রতিশ্রুত মশীহ

এই পাঠে যে বিষয়গুলি পড়বেন ঃ

বাইবেলের ভাববাণীর প্রকৃতি
- ভাববাণীর গুরুত্ব
- মশীহ বিষয়ক ভাববাণীর বিকাশ
- ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মশীহ

মশীহের বিষয়ে ভাববাণী
- মানুষ এবং ঈশ্বর
- বলি এবং ত্রাণকর্তা
- নবী, যাজক এবং রাজা।

বাইবেলের ভাববাণীর প্রকৃতি বা স্বরূপ

বাইবেলের ভাববাণী হল, ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে তাঁর লোকেদের জন্য যে বাণী দিয়েছিলেন, তাই। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের কাছ থেকে কি চান, এবং ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে, সে সম্বন্ধে অনেক কিছু তিনি এই ভবিষ্যদ্বক্তাদের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন।

ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে যা কিছু প্রকাশ করেছিলেন, তা লিখবার অনুপ্রেরণাও তিনি তাদের দিয়েছিলেন। বাইবেলে আমরা তাদের এই বিবরণ পাই। ভবিষ্যদ্বক্তারা যে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর আভাষ দিয়েছেন তার ফলে, বাইবেলকে অন্যান্য ধর্ম শাস্ত্র থেকে আলাদা করে চিন্‌তে পারা যায়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেকগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। এদের অনেকগুলির পূর্ণতার বিবরণ বাইবেলে দেওয়া হয়েছে। কতক ভাববাণী এখন পূর্ণ হচ্ছে। অন্যগুলিও ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে।

ভাববাণীর গুরুত্ব ঃ

বাইবেলে ভাববাণীগুলির পূর্ণতা আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, বাইবেল "ঈশ্বরের বাক্য" বলে যে দাবী করে, তা সত্য। ভবিষ্যতের সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ ঈশ্বর ছাড়া আর কে জানে ? আর শত শত বছর পরে কোন এক বিশেষ সময়ে, এক বিশেষ স্থানে এক বিশেষ-লোকের জীবনে কি ঘটবে তার নির্ভুল বর্ণনা আর কে-ইবা দিতে পারে ? ঈশ্বর অনেক আগেই ভাববাদীদের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা এবং অবিকল ভাবে সেইমত সব ঘটনা ঘটানোর দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বাইবেল তাঁরই বাক্য।

পুরাতন নিয়মে একজন ত্রাণকর্তার আগমন সম্পর্কে যে ভাববাণীগুলি আছে, সেগুলি তিনটি কারণে আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১) এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মাপ কাঠিতে আমরা যীশুর জীবনকে বিচার করে দেখতে পারি যে, তিনি সত্যই সেই প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা কিনা।

২) এই ভাববাণীগুলির মাধ্যমে আমরা যীশু কে, এবং তিনি কেন জগতে এসেছিলেন, তা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজ দেখতে পাই।

৩) আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। যীশু বিষয়ক ভাববাণীগুলির প্রথম ধাপ যেমন ঠিক ঠিক পূর্ণ হয়েছে, তেমনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত ভাববাণীগুলিও পূর্ণ হবে।

মশীহ-বিষয়ক ভাববাণীর বিকাশ ঃ

আমাদের ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে যে ভাববাণীগুলি আছে, সেগুলি মশীহ-বিষয়ক ভাববাণী নামেও পরিচিত। মশীহ একটা হিব্রু শব্দ, যার মানে **অভিষিক্ত ব্যক্তি**। যাজক, ভাববাদী ও রাজাদের তৈল দ্বারা অভিষেক করা হত। এর অর্থ ছিল; ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছেন এবং তাঁর সেবার জন্য পৃথক করেছেন। যে মশীহের আগমন হবে, ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য তাঁকে পবিত্র আত্মার দ্বারা অভিষেক করা হবে। তিনি একাধারে ভাববাদী,

যাজক ও রাজা হবেন। মশীহ কথাটির গ্রীক শব্দ হচ্ছে খ্রীষ্ট। আমরা যখন যীশু খ্রীষ্ট বলি, অখন আমরা যীশুকে মশীহ, বা অভিষিক্ত ব্যক্তি বলি, যার মধ্যে মশীহ-বিষয়ক ভাববাণীগুলি পূর্ণ হয়েছে।

ঈশ্বর মশীহ-বিষয়ক প্রতিশ্রুতিগুলি খুব ধীরে ধীরে প্রায় ৪,০০০ বছর বা আরও বেশী সময় ধরে তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে যীশু এই পৃথিবীতে কি কাজ করবেন, এদের কোন কোনটি তারই বর্ণনা করে। অন্যগুলিতে তাঁর ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী রাজ্যের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ভাববাণী কোন একটি স্থানীয় পরিচিতি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি সংশ্লিষ্ট সমস্যাকে ছাড়িয়েও মশীহের আগমনের প্রতি ইংগিত করে।

সময়ের সাথে সাথে ঈশ্বর মশীহ সম্পর্কে ধীরে ধীরে আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করেছেন, যেমন কোথায় তাঁর জন্ম হবে, কিভাবে তিনি মরবেন, তিনি কি ধরণের কাজ করবেন ইত্যাদি। বাইবেলের অনেক পণ্ডিত পুরাতন নিয়মের ভাববাণী থেকে মশীহের সম্পর্কে ৩৩০টি বিষয় বের করেছেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, মশীহ এলে সবাই যেন তাঁকে চিন্‌তে পারে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে মশীহ :

পুরাতন নিয়মের সময়ে ঈশ্বরের প্রজারা উপাসনায় যে সব অনুষ্ঠানাদি পালন করত সেগুলির সবই ছিল ঈশ্বরের বাণী অনুসারে। মশীহ, যিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য নিজের জীবন দেবেন, তাঁর চিত্র হিসাবে ঈশ্বর বলি উৎসর্গ প্রথার বন্দোবস্ত করেছিলেন। একজন সিদ্ধ যাজক হিসাবে মানব জাতির জন্য যীশু যা করবেন, পুরাতন নিয়মের যাজকদের কাজ ছিল তারই প্রতীক।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের দেওয়া প্রতীকী ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে যে চিত্র দেওয়া হয়েছে তা, কিভাবে সম্পূর্ণরূপে যীশুর সাথে মিলে যায়, নূতন নিয়মের ইব্রীয়দের কাছে লেখা চিঠিতে আমরা তার বিবরণ পাই।

মানুষ পাপ করলে পর ঈশ্বর যে ধর্মানুষ্ঠান ও বলি উৎসর্গের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ আমরা পৃথিবীর সব স্থানেই তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখতে পাই। অনেক ধর্মে উপাসনার সময় এমন সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়; যেগুলি যীশুর প্রতিই ইংগিত বহন করে। এই সব ধর্মের লোকেদের বাইবেল পাঠ করে তাদের ধর্মানুষ্ঠানের সত্যিকার অর্থ জেনে নেওয়া উচিৎ।

মশীহের বিষয় ভাববাণী

মানুষ এবং ঈশ্বর ঃ

বাইবেলের প্রথম বইয়ে আমরা মশীহের সম্বন্ধে প্রথম প্রতিশ্রুতিটি পাই। ঈশ্বর তাঁকে নারীর বংশ বলেছেন। তিনি একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম নেবেন। প্রথম নর-নারী আদম-হবা পাপ করেছিল। ঈশ্বরের শত্রু শয়তান তাদেরকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে প্ররোচনা দিয়েছিল। এর ফলে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিল এবং তাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে একজন ত্রাণকর্তা জন্ম গ্রহণ করবেন, তিনি শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার ক্ষমতা ধ্বংস করবেন। ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন ঃ

আদি ৩ ঃ ১৫ ; আর আমি তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব ; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।

এর পরে শত শত বছর যাবৎ ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কাছে ত্রাণকর্তার সম্বন্ধে আরও বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্যালেষ্টাইনের বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবুও তিনি সাধারণ লোক হবেন না। তিনি অনন্তকাল থেকে আছেন। তিনি সব সময়ই ছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে এসে মানব শিশুরূপে জন্ম নেবেন, মানুষের মতই বড় হয়ে ইস্রায়েলের শাসনকর্তা হবেন। মীখা ভাববাদী বলেছেন ঃ

মীখা ৫ ঃ ২ ; আর তুমি, হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা

হইবার জন্য আমার উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন ; প্রাকাল হইতে, অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।

যীশুর জন্মের প্রায় ৭০০ বছর আগে ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে দেখিয়েছিলেন যে, যে ত্রাণকর্তা আসবেন তিনি একাধারে মানুষ এবং ঈশ্বর হবেন। তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন, তাঁর কোন মানব পিতা থাকবে না, ঈশ্বরই হবেন তাঁর পিতা। তাঁর একটি নাম হবে **ইম্মানুয়েল** যার মানে **আমাদের সাথে ঈশ্বর**।

যিশাইয় ৭ : ১৪ ; অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন ; দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।

যিশাইয় ৯ : ৬ ; কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে ; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপর কর্তৃত্বভার থাকিবে এবং তাঁহার নাম হইবে আশ্চর্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।

যীশু কিভাবে মানব পিতা ছাড়াই কুমারী মরিয়মের পুত্র এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বৈৎলেহমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, মথি ও লুক সুসমাচারে আপনি তার বিবরণ পাবেন। একই সময়ে মানুষ এবং ঈশ্বর হওয়ায় তিনি ছিলেন ইম্মানুয়েল–আমাদের সাথে ঈশ্বর।

বলি উৎসর্গ এবং ত্রাণকর্তা :

ঈশ্বর কয়েকজন ভাববাদীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, ত্রাণকর্তা নিজেকেই মানুষের পাপের জন্য বলিরূপে উৎসর্গ করবেন। যীশু আসবার আগে যত পশু বলি উৎসর্গ করা হয়েছিল তা সবই ছিল যীশুর প্রতীক। পাপী ব্যক্তি যাজকের কাছে একটা মেষ বা ছাগ নিয়ে আসত। তখন যাজক ঐটি বধ করে বেদীর উপরে পোড়াতেন। এর অর্থ ছিল : "হে ঈশ্বর, আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমি এই পাপ কাজের জন্য দুঃখিত ও

অনুতপ্ত এবং ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ আর করতে চাই না। আমি জানি যে পাপের শাস্তি মৃত্যু সুতরাং মৃত্যুই আমার প্রাপ্য। কিন্তু দয়া করে আমার বদলে এই বলিটি গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা কর। এরপর আমি তোমার উদ্দেশ্যে জীবন যাপন করব।

ঈশ্বর কিভাবে ত্রাণকর্তাকে আমাদের পাপের বলি স্বরূপ করবেন, পরে তিনি কিভাবে আবার জীবিত হয়ে উঠবেন, এবং তাঁর মৃত্যুর ফলে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তাদের দেখে আনন্দিত হবেন, যিশাইয়া ৫৩ অধ্যায়ে তা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যীশু আমাদের পাপের বলি হয়েছেন এবং আমাদের ত্রাণকর্তা হয়েছেন। কোথায়, কিভাবে তাঁর শ্রেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করবে, মিথ্যাভাবে তাঁকে দোষী করা হবে, জেলখানায় আটক করে বিচার করা হবে, টিট্‌কারী দেবে, চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করবে এবং ক্রুশে দেবে, ভাববাদীরা সে বিবরণ লিখে গেছেন। কিন্তু তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন। এ সবই পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা যেমন বলেছিলেন তেমনি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে আপনি আরও পড়াশুনা করবেন।

ভাববাদী যাজক এবং রাজা ঃ

পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি দেখিয়ে দেয় যে, মশীহ ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমাদের ভাববাদী, যাজক এবং রাজা রূপে অভিষিক্ত হবেন। ভাববাদী রূপে তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলবেন। যাজক রূপে তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করবেন। রাজা রূপে তিনি আমাদের সাহায্য ও পরিচালনা দেবার জন্য ঈশ্বরের হাত স্বরূপ হবেন। তিনি আমাদের জীবন যাপনের আদর্শ স্বরূপ হবেন এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

যীশু যখন প্রকাশ্যে তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন, তখন তিনি মশীহের সম্বন্ধে এই ভাববাণীই লোকদের পাঠ করে শুনিয়েছিলেন যেন তারা জানতে পারে যে তাঁরই মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে ঃ

যীশাইয় ৬১ : ১, ২ ; প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন ; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই ; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি ; যেন সদাপ্রভুর প্রসন্নতার বৎসর ঘোষণা করি ।

ভাববাদী । মোশি ছিলেন যীশুর জন্মের প্রায় ১,৪০০ বছর আগে যিহুদী জাতির এক মহান ভাববাদী, ধর্মীয় নেতা, এবং শাসক । ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে লোকদের কাছে কথা বলেছিলেন । তিনি ঈশ্বরের আইন লাভ করেছিলেন ও লোকদের তা দিয়েছিলেন । তিনি তাদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিলেন । ঈশ্বর তাঁর দ্বারা যে সব আশ্চর্য কাজ করেছিলেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে তাঁর প্রজাদের নেতা হবার জন্য ঈশ্বরই তাঁকে পাঠিয়েছেন । মোশি বলেছেন :

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ : ১৫ ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন ।

যীশু অনেক দিক দিয়ে মোশির মত ছিলেন । ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে কথা বলেছিলেন । তিনি বড় বড় আশ্চর্য কাজ করেছিলেন । তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন । একজন ভাববাদী হিসাবে তিনি অনেক ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যেমন তাঁর নিজের ক্রুশীয় মৃত্যু, তিন দিন পরে তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গে গমন, তাঁর শিষ্যরা কি কি করবে, পবিত্র আত্মার অবতরণ, সুসমাচার বিস্তার, এবং জেরুজালেম মন্দিরের ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি । যীশুর কথা মতই এ সব ঘটনা ঘটেছে । তাঁ অন্যান্য ভাববাণীর মধ্যে কতক বর্তমানে পূর্ণ হচ্ছে । আর বাদবাকীগুলিও সবই আগামীতে পূর্ণ হবে বলে আমরা জানি ।

যাজক । গীতসংহিতার লেখক মশীহের সম্বন্ধে লিখেছেন :

গীতসংহিতা ১১০ : ৪ ; সদাপ্রভু শপথ করিলেন, অনুশোচনা করিবেন না, তুমি অনন্তকালীন যাজক, মল্কিষেদকের রীতি অনুসারে ।

পুরাতন নিয়মের যাজকেরা লোকদের জন্য প্রার্থনা করতেন এবং তাদের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করতেন। যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য অনেক প্রার্থনা করতেন, আর এখনও তিনি আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকেই বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন। এখন আমরা পাপের ক্ষমা লাভের জন্য আমাদের যাজক যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সামনে যেতে পারি। আমরা যখনই প্রার্থনায় ঈশ্বরের কাছে যাই, তখন আমাদের যাজক যীশু আমাদের প্রয়োজনগুলি ঈশ্বরের কাছে বলেন।

রাজা। পুরাতন নিয়মের ভাববাণী অনুযায়ী মশীহ এক অসাধারণ বিজয়ী রাজা হবেন। তিনি ঈশ্বর ও মানব জাতির শত্রু শয়তানকে পরাজিত করবেন। তিনি পাপ, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-যন্ত্রনা, এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত জয় করবেন। তিনি সমস্ত মন্দ শক্তির উপর জয়লাভ করবেন এবং পৃথিবীতে এক পরিপূর্ণ ন্যায় ও শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি জগতের সব সমস্যার সমাধান করবেন। তাই লোকেরা যে আগ্রহের সাথে তাঁর আসবার অপেক্ষায় ছিল, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যিশাইয় ৯ ঃ ৬ পদে আপনি শান্তিরাজের বিষয়ে যে ভাববাণী পড়েছেন, তার পরে সেখানে আরও বলা হয়েছে ঃ **যিশাইয় ৯ ঃ ৭**, দায়ূদের সিংহাসন ও তাঁহার রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব বৃদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও সুদৃঢ় করা হয়, ন্যায় বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখন অবধি অনন্তকাল পর্যন্ত।

সুসমাচারে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, কোন কোন লোক যীশুকে দায়ূদ-সন্তান বলে অভিহিত করেছে। তিনি ন্যায়সংগত ভাবেই দায়ূদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। মশীহ যে এক সুন্দর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন, যীশুর শিষ্যেরা তাঁর আশ্চর্য কাজ ও প্রচার থেকে সেই রাজ্যের সব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পেয়েছিলেন। অনেকে তখনই তাঁকে রাজা বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যীশু তখন তাঁর বিশ্বজনীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমে তিনি আমাদের অন্তরে ও জীবনে তাঁর রাজ্যের আদর্শ ও শর্তগুলি রোপন করেছেন। এখন আমাদের কাজ হল লোকদের আহ্বান করা যেন.

তারা যীশুকে তাদের জীবনের রাজা বা প্রভু বলে গ্রহণ করে, তাদের সবাইকে তিনি পাপ ও শয়তানের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করেন।

একদিন যীশু তাঁর অনন্তকালস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। আর তাই যীশুকে তাঁর শাসন কেমন হবে, আর তাঁর রাজ্যে আপনার ভূমিকা কি হবে, ইত্যাদি সম্পর্কে সব কিছু জেনে নেওয়া আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হয়ত নীচের মত একটা প্রার্থনা করতে চাইবেন।

প্রার্থনা ঃ

প্রভু যীশু, আমায় সহায্য কর, যেন তোমাকে ভাল করে জানতে পারি। প্রভু, আমায় সাহায্য কর, যেন আমার জীবনে তোমাকে যোগ্য আসন দিতে পারি।

আমেন।